৩৮

দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... AUG. 2 5 2006 ..
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪ ...

মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ

–জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট

স্টাফ রিপোর্টার

জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেছেন, শিক্ষা কোন দলীয় নয়, জাতীয় বিষয়। মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা দু'টি স্বতন্ত্র ধারা হলেও মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। দরিদ্র জনগণের সন্তানরাই সেখানে পাঠ গ্রহণ করেন। মেয়াদকালের শেষপ্রান্তে এসে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের

মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের শিক্ষা

১২-এর পৃষ্ঠার পর

স্বল্প সময়ের মধ্যে কতটুকু বাস্তবায়নযোগ্য সে প্রশ্নও ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টরা উত্থাপন করেছেন। সরকার আন্তরিক হলে সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনাধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র বজায় রেখে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মানসম্মত পাঠ্যক্রম ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের ঘোষণা আগেই দিতে পারত। নেতৃবৃন্দ বলেন, পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি, কোন শিক্ষাবিদদের নামে না করে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জন্ম দিন ১৯ জানুয়ারী জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে নির্ধারণ, দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি দলীয়করণের ধারাবাহিকতায়, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি কোন মমত্ববোধ থেকে নয়, নিছক রাজনৈতি স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকার কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার স্বীকৃতি প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে। এ ধরনের একান্তজনিক বিষয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাম্য হয়।

গতকাল (বৃহস্পাতবার) এক বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন; বাংলাভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষার সংগ্রামে ধারাবাহিকতায় ৭১-এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যাশাকে ধারণ করে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধে সম্বলিত যুগোপযোগী কর্মসূচী শিক্ষাধারা মাদ্রাসা শিক্ষা সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হোক জাতীয় স্বার্থেই তা কাম্য। সে জন্য অপরিহার্য জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে বাস্তবানুগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কোন দলের বিশেষ কোন মতের কর্মসূচী চাপিয়ে দেয়া জাতীয় স্বার্থেই গ্রহণযোগ্য নয়। নেতৃবৃন্দ এফিলিয়েটিং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীকে সমর্থন করে বলেন, এ ক্ষেত্রে মিশর, ভারত ও পাকিস্তানের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/বিদ্যাপিঠের সিলেবাস কারিকুলাম ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। সমমান প্রসঙ্গে শিক্ষার দু'টি স্বতন্ত্র ধারার স্বতন্ত্র মান নির্ধারণই স্বাভাবিক। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ধারাতেই তা নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হওয়া সমীচিণ।

বিবৃতিদানকারী নেতৃবৃন্দ হলেন– প্রধান সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, আহ্বায়ক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান, অধ্যাপক আসাদুল হক, অধ্যক্ষ এম এ রশিদ, অধ্যক্ষ এম এ সাত্তার প্রমুখ।